মধ্যম আয়ের পথে বাংলাদেশ - আসুন আমরা নিরাপদ পথ তৈরি করি

ড. এ.কে. এনামুল হক

দেশের অর্থনীতি নিয়ে আমাদের চিন্তার শেষ নেই। আগেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। বলেছি - কেউ দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন বা দিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ নিজে না গেলেও বিদেশে পাঠাচ্ছেন সন্তান সন্ততিদের। কারও ধারণা পড়াশুনা কেবল বিদেশে গেলেই হয়। কারও ধারণা বিষ খেয়ে না মরতে চাইলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেশে চল। আবার অন্যটাও আছে। যারা বিদেশে একবার চলে গিয়েছিলেন তাদের অনেকে দেশে বাড়ি করছেন। জমি কিনছেন। এপার্টমেন্ট কিনছেন। তারা কি বিদেশে শান্তি পাচ্ছেন না? তারা কেন দেশে সম্পদ গড়ে তুলছেন ? ঢাকায় এখন বহু এপার্টমেন্ট রয়েছে যাদের মালিক দেশে বেড়াতে আসেন মাত্র। মূলত এই সম্পদ দেশে গড়ে তুলছেন অনেকটা নস্টালজিক কারণে। দেশে আমার একটি বাড়ি থাকুক। মনের কোণে একটি সুপ্ত ইচ্ছা আছে যে , বৃদ্ধ বয়সে দেশে এসে থাকবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তা হবে না তা তারা বুঝতে না পারলেও আমি নিশ্চিত। যাহোক - আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু তা নয়। তাই এখানেই এবিষয়ে থামি। আমার মূল বক্তব্য আমরা কোথায় যাচ্ছি তা নিয়ে সবার মাথায় কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা।

দেশ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। দেশপ্রেমিক শব্দটা এতটাই আপণ যে আমরা হয় দেশপ্রেমিক নতুবা দেশদ্রোহী। এই দুইয়ে দুইয়ে চার করার সহজ ফরমুলা আমাদেরকে অতি সহজেই একে অপরের বিপরীতে দাড় করিয়ে দেয়। অনেকেই ভাবতে পারিনা দেশের ভবিষ্যত খারাপ হতে পারে বলে। অথচ দেখুন গ্রীকরা কি ভেবেছিল তাদের এই অবস্থা হবে ? সেই কবে রাশিয়া অর্থের জন্য আলাস্কা বিক্রী করেছিল মনে আছে? এখন গ্রীকরা তাদের উপকুলীয় দ্বীপ বিক্রী করার চিন্তা করছে। কে কিনছে ? চীন। কিংবা কেউ কি ভেবেছিল আইসল্যান্ডের সরকার অর্থের বিনিময়ে নাগরিকত্ব দেবে? তারাও তাই করেছে। গ্রীস বা আইসল্যান্ডবাসীদের দেশপ্রেমের কোন অভাব ছিল না।

অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই নগরীকে অনেকেই চেনেন। দুবাইয়ে কোন তেলের খনি নেই। তেল অন্য আমীরাত গুলোতে। তাইতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই -ই একমাত্র নগরী যারা তাদের অর্থনীতির ভিত্তি দাড় করিয়েছে সেবাখাত দিয়ে। কেন এতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি? কারণ একটাই, আমরা যেন অর্থনীতিতে দিবাস্বপ্ন না দেখি। আমাদের প্রয়োজন চিন্তাভাবনা করে, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তিতে দাড় করানো। অন্যথায় আমাদের রক্ত, দেশমাত্রিকার জন্য আমাদের ত্যাগ অর্থহীন হয়ে যেতে পারে।

গত সপ্তাহের খবর। বাংলাদেশের রপ্তানীর তালিকা থেকে আরও একটি পন্য বাদ পড়েছে। আমরা এখন চা আমদানি কারক দেশে পরিণত হয়েছি। ঋতু পরিবর্তনের কারণে আমরা যদিও বছরের একটি সময়

এখনও চা রপ্তানি করি তবে অন্য সময়ে আমরা চা আমদানি করি। এবং মোট হিসেবে আমাদের আমদানি রপ্তানির চেয়ে বেশী। ফলে আমরা মূলত চা আমদানি কারক দেশে পরিণত হয়েছি। এই অবস্থায় আমাদের অনেক পণ্যেই। আমাদের মোট ফল রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী। আমাদের মোট পেয়াজ আমদানি বেশী। আমার ডিম আমদানি করি। আমরা দুধ আমদানি করি। আমরা ভোজ্যতেল আমদানি করি। আমরা চকলেট আমদানি করি। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৫ কোটি আর ৭ বছর পর তা হবে প্রায় ১৭ কোটি পার হবে, ২১০০ সালে আমাদের জনসংখ্যা হবে প্রায় ৩৭ কোটি। অথচ আমাদের নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে , আমাদের বনভূমি উজাড় হচ্ছে, আমাদের মাটির নীচের পানির আধার নি:শেষিত হয়ে যাচ্ছে। এই যখন অবস্থা তখনও আমরা সরকারী ভাবে জমি বরাদ্দ দেই ঢাকা শহরে বাড়ি তৈরি করার জন্য। বনভূমি উজাড় করে বাগান বাড়ি তৈরি করছি।

সবকিছুর সাথে আমাদের অর্থনীতর শক্তিও কিন্তু ক্রমাগত শুকাচ্ছে। আমাদের ফসলি জমিতে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো গেলেও আমরা কিন্তু ক্রমাগত খাদ্য, বস্ত্র সহ সকল পন্য আমদানিকারক দেশে পরিণত হবো। আমাদের পক্ষে চিংড়ি বিক্রয় করে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না কারণ দেশেই এর চেয়ে বেশী হবে চিংড়ীর চাহিদা, যেমনটি হয়েছে চায়ের ক্ষেত্রে। আমাদের আম দিয়ে আমাদের খাবারই জোটবে না। আমরা এখনই আম আমদানি করি ভবিষ্যতে আরও বেশী করব। আমরা এখনই ডাল, গম, তেল আমদানি করছি আমরা আরও বেশী আমদানি করব। আমরা এখনই দুধ আমদানি করছি আরও বেশী করব। আমরা এখনই চিনি আমদানি করি। এখনই মাছ আমদানি করি - আর ভবিষ্যতে? উত্তর আপনিও বলতে পারেন।

অথচ আমরা নানা স্বপ্ন দেখছি এবং দেখাচ্ছি। ভাবছি দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ভাবখানা এমন যেন মধ্য আয়ের দেশ ঘুমাচ্ছে। তারা ওখানেই পড়ে থাকবে। আর তারা ওখানে যদি না থাকে তবে ‘মধ্যম’ কি একই স্থানে থাকবে? মধ্য আয়ের দেশগুলোর দিকে তাকালে কি আমরা শুধুই আয় দেখি ? নাকি অন্য কিছু দেখি? আয় যত বাড়বে - খরচ ততই বাড়বে। আমাদের জীবন যাত্রার মান বাড়বে। আমাদের আয়ু বাড়বে। আমাদের চাহিদা বাড়বে। এমনটাকি হবে না? আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত তা নিয়ে কি আমরা আদৌ ভাবছি? ব্রাজিলের অবস্থা দেখুন - গত বিশটি বছর তিলে তিলে গড়ে উঠা ঐ দেশের মানুষেরা এখন সরব। কেন? তাদের দাবি আরও সুবিধা চাই। এইটিই হবে। হতে বাধ্য। ঢাকার দিকে তাকিয়ে দেখুন - ঢাকায় পানির অভাব আসছে বলে। পানির চাহিদা যে হারে বাড়ছে সেই হারে যদি আমরা যোগান না বাড়াই তা হলে অবস্থা কেমন হবে আগামীতে। পানির লোড শেডিং কেউ মানবে না। খাদ্যের লোড শেডিং কেউ মানবে না।

অপরদিকে আমাদের জনসংখ্যার চাপে যদি আমরা সকল কিছুই আমদানি করি তবে রপ্তানী কি করব ? বলতে পারেন জনশক্তি। সত্যি তাই। তবে লক্ষ্য করুন - পৃথিবীতে কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন

আনুপাতিক ভাবে কমছে - বাড়ছে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা। যে শ্রমিক একসময় কোদাল দিয়ে মাটি কাটতো সেখানে এসেছে যন্ত্রশক্তি। আমাদের বাসাবাড়িতে বাড়ছে যান্ত্রিকতা। মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, রাইস কুকার, টিভি, ফ্রীজ এখন আমাদের দেশেই চলে এসেছে। তাই বাসাবাড়িতেও এখন প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষ শ্রমিক। কেবল হাত পা থাকলেই শ্রমিক হতে পারবে না। ফলে শিক্ষার মান বাড়াতে না পারলে শ্রম শক্তি রপ্তানীতে আমরা পিছিয়ে যাব। এই দেশে মাত্র ১৪ শতাংশ জনগণ পঞ্চম শ্রেণীর বেশী পড়াশুনা করেছে। মাত্র ৭ শতাংশ এস.এস.সি বা সমমান পাশ করেছে। মাত্র ১.২ শতাংশ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করেছে। এদের গুণগত মান নিয়ে কথা বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থায় প্রয়োজন নতুন চিন্তা , নতুন মানষিকতা। ষাট বা সত্তুরের দশকের চিন্তা দিয়ে এত বড় একটি অর্থনীতিকে উপরে উঠানো যাবে না। ভাবতে হবে - সিংগাপুর কি করে পারলো? অথচ সেই সুযোগ এখন নাই। মালয়েশিয়া কিভাবে পারলো? সেই সুযোগও এখন নাই। কোরিয়া কি করে পারল ? সেই সুযোগও নাই । এমনকি ভারত যেভাবে পেরেছে পরিবর্তীত বিশ্ব অর্থনীতিতে আমরা তাও করতে পারব না। সুতরাং নতুন কিছু করতে হবে। নতুন পথ খুজতে হবে। যে মানবশক্তি রপ্তানী করে আমরা আশির দশকে উতরে গেছি তাতে এখন চলবে না। বলছি না যে, তা বন্ধ হবে তবে সেই পরিমাণ রপ্তানীতে কিছুই হবে না। ভাবতে হবে আমরা কি করে সহজে অধিক রপ্তানী করতে পারি। আমার কি করে দেশে প্রচুর উৎপাদন করতে পারি। আমরা কি করে সস্তায় আমাদের শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে পারি। আমরা কি করে আমাদের চারিদিকের উন্নয়নের জোয়ারকে আকড়ে ধরে একই সাথে বেড়ে উঠতে পারি।

লক্ষ্য করুন - গত দুই শত বছর আগে ইউরোপের সকল দেশ কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করেনি। ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ইটালির ছিল, ব্রিটিশদের ছিল, জার্মানদের ছিল, স্পেনের ছিল কিন্তু ইউরোপের অন্য অনেক দেশেরই কোন উপনিবেশ ছিল না। তারা কি এই সব দেশের চেয়ে পেছনে পড়ে ছিল? সুইজারল্যান্ড একটি প্রকৃষ্ট উদাহরন। উপনিবেশ না থাকা সত্ত্বেও তাদের অগ্রগতি ছিল অন্য সবার মতন। কি করে সম্ভব হলো? কারণ তার অন্যদের চেয়ে ভিন্নভাবে দেশকে, দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছে। ফলে পৃথিবীর কোথাও উপনিবেশ না করেও তাদের ব্যাংকে অনেকের চেয়ে বেশী সোনার মজুদ গড়ে তুলেছে।

আগামীতে আমাদের অতি নিকটে ভারত অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। চীন প্রায় হয়েই আছে। আমাদের উচিত এদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিপূরক অর্থনীতি গড়ে তোলা। প্রতিযোগী অর্থনীতি নয়। তাদের কি নেই? চিন্তা করা। আমরা কি করতে পারি তা চিন্তা করা। আমার মতে আমরা সহজেই আমাদের দেশকে সুইজারল্যান্ডের মত ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে পারি। সেকেলে , উপনিবেশিক কিংবা ক্ষুদ্রমানষিকতা নিয়ে তা করা সম্ভব না। প্রয়োজন নতুন চিন্তার সমন্বয়। লক্ষ্য করুন - ভারতবর্ষে সার্থক মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই ছিলেন সবচেয়ে স্বল্পদিনের শাসক। অথচ এখনও

তাকে ভারত ভুলেনি অথচ তিনি কোন দল তৈরি করে যানি বা কোন মতবাদ সৃষ্ঠি করেন নি। কি করে সম্ভব হলো? তার ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ও দক্ষ মন্ত্রীসভা। একদল বুদ্ধিমান ও দক্ষ মন্ত্রীসভার কাজকর্মের পরিণতিতে আমরা আজও আকবরকে মনে রেখেছি। সিংগাপুরের লিকোয়ানও একই কাজ করেছিলেন। একই সাথে আমাদের বুঝতে হবে - লী কোয়ান যেভাবে সিংগাপুর গড়েছিলেন সেই পথ এখন আর খোলা নেই। আমাদের এখনকার পথ গণতন্ত্রের পথ। লীকোয়ান গণতন্ত্রী ছিলেন না। আবার হিটলারের মতন জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতাও দেশকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের তৈরি করতে হলে আমাদের মনের খোলশ বদলাতে হবে - শাসনরূপ বদলাতে হবে - অন্যদেশের পথ নকল করে তা হবে না - আমাদের জন্য আমাদেরই পথ তৈরি করতে হবে। বলে রাখা ভাল - প্রায় এক দশক ধরে নানা বিষয়ে সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে উপদেশ দিতে গিয়ে দেখেছি - আমরা ষাটের দশকের মানষিকতা নিয়ে উপনিবেশবাদী মনোভাব দিয়ে স্বাধীন দেশকে গড়ে তুলতে চাচ্ছি। আমি নিশ্চিত এই ধরণের মানষিকতা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আবার তলাবিহীন ঝুড়িতে রূপান্তরিত করবে। একই সাথে আমি মনে করি আমাদের নতুন পথ আমাদেরকেই তৈরি করতে হবে। অন্য কোন দেশ তা আমাদের করে দেবে না।

[লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনির্ভাসিটি ঢাকা]